ফর্ম নং জে (২)

কলকাতা উচ্চ আদালত

সাংবিধানিক রিট এক্তিয়ার

আপীল বিভাগ

বর্তমানঃ

মাননীয় বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী

২০২৩ সালের ডব্লিউ. পি. এ ১৯৪৮২

ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া

বনাম

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্য।

আবেদনকারীর পক্ষে: মিঃ দেবজ্যোতি বর্মণ,

শ্রীমতি সংযুক্তা বসু মল্লিক,

উত্তরদাতার পক্ষে ঃ প্রত্যর্থী অজিত কুমার মিশ্রের জন্য,

নং ১ থেকে ৩ মিঃ অভিষেক দে,

শুনানি ঃ ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩

রায়ঃ **১৮ই অক্টোবর, ২০২৩**

বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী

১। বর্তমান রিট পিটিশনটি দাখিল করা হয়েছে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে গ্রেচুইটি প্রদান আইন, ১৯৭২ (এখানে "উক্ত আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর অধীনে আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত আদেশ এবং উক্ত আইনের অধীনে নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ৭ই অক্টোবর, ২০২১ তারিখের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে।

২. আবেদনকারীর মামলা হল, দুর্গাপুর খাদ্য কর্পোরেশন জেলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি রাইস মিল, যা মডার্ন রাইস মিলের নামে পরিচালিত হয়েছিল, সেখানে প্রায় ৪৯ জন শ্রমিক নিযুক্ত ছিলেন। শ্রমিকদের নিয়োগ ঠিকাদারদের মাধ্যমে করা হয়েছিল। ১৯৯০/১৯৯১ সালে মিলটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর, ঠিকাদারদের নিয়োগের কোনও প্রয়োজন ছিল না, তাই আবেদনকারী প্রয়োজনের ভিত্তিতে এবং দৈনিক হারে, কোনও কাজ নেই, কোনও বেতন নেই। পদ্ধতিতে এই শ্রমিকদের নিয়োগ করেছিলেন।

৩। যেহেতু শ্রমিকরা নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়েছিলেন, তাই তাঁরা ভারত সরকারের শ্রম মন্ত্রকের দ্বারস্থ হয়েছিলেন, যার ফলে শ্রমিক ও আবেদনকারীর মধ্যে একটি শিল্প বিরোধের কারণে শ্রমিকদের পরিষেবা নিয়মিত করার বিষয়ে শ্রম মন্ত্রক, ভারত সরকার, শিল্প বিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর উপ-ধারা (১)-এর ধারা (ঘ) এবং ধারা ১০-এর উপ-ধারা (২ক) দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে কেন্দ্রীয় সরকার শিল্প ট্রাইব্যুনাল, আসানসোলের কাছে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তৈরি করে বিচারের জন্য প্রেরণ করেছিলঃ

<u>তপশীল</u>

"দুর্গাপুর ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের এফ. সি. আই, দুর্গাপুরের ব্যবস্থাপনার দ্বারা সংযুক্ত তালিকা অনুযায়ী ৪৯ জন কার্যকরী শ্রমিককে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি যুক্তিসঙ্গত? যদি না হয়, তাহলে তারা কোন স্বস্তির অধিকারী? "

৪। প্রতিযোগিতায়, ৯ই জুন, ১৯৯৯ তারিখের একটি পুরস্কার দ্বারা, উক্ত রেফারেন্স নিম্নলিখিত পদগুলিতে উত্তর দেওয়া হয়েছিলঃ-

"দুর্গাপুর ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের এফ. সি. আই দুর্গাপুরের ব্যবস্থাপনার দ্বারা ৪৯ জন কার্যকরী শ্রমিককে (তালিকা অনুযায়ী) অন্তর্ভুক্ত করার দাবি ন্যায়সঙ্গত। সংশ্লিষ্ট কার্যকরী শ্রমিকদের তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে ব্যবস্থাপনার দ্বারা অন্তর্ভুক্ত করা হবে এই পুরস্কারের প্রয়োগযোগ্যতা। "

৫। যদিও আবেদনকারী এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন, তবুও ২০১৪ সালের ৯ই ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত দেওয়ানি আপিল নং ১০৮৫৬-এ একটি রায় ও আদেশের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জটি শেষ পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছিল, যার ফলে ট্রাইবুনেলের আদেশ অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখ থেকে রায়টি বাস্তবায়নের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

৬। পূর্বোক্ত অনুসারে, ২৮শে আগস্ট, ২০১৫ তারিখের একটি অফিস আদেশের মাধ্যমে, আবেদনকারী একটি রাইডার সহ উত্তরদাতা নং ৪-এর বেতন ধারণাগতভাবে নির্ধারণ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে পদে যোগদানের তারিখ থেকে উপরোক্ত শ্রমিকদের আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হবে।

৭। উত্তরদাতা নং ৪, প্রস্তাবটি গ্রহণ করে এবং পূর্বোক্ত অফিস আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে তার দায়িত্ব পালন করে, পরবর্তীকালে ৩১ জুলাই, ২০১৮ তারিখে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন, যার পরে তিনি গ্র্যাচুইটি প্রদানের জন্য আবেদন করেছিলেন।

৮। যেহেতু, গ্র্যাচুইটির দাবি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, তাই উত্তরদাতা নং ৪ নির্ধারণের জন্য নিয়ন্ত্রক ফর্ম 'এন'-এ আবেদন জমা দিয়ে তাকে প্রদেয় গ্র্যাচুইটি কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছিলেন।

৯। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, আবেদনকারীকে ১০ শতাংশ হারে সুদ সহ ৪ নং উত্তরদাতাকে অর্থ প্রদানের নির্দেশ দিয়ে ৭ই অক্টোবর, ২০২১ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে উক্ত আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হয়েছিল।

১০। উক্ত সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে, আবেদনকারী এই আইনের অধীনে আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে একটি আপিল দায়ের করেছিলেন, এই ভিত্তিতে যে শুধুমাত্র আবেদনকারীর স্থায়ী কর্মচারীকে গ্র্যাচুইটি প্রদান করা হয়। এছাড়াও উত্তরদাতা নং. ৪ ২০১৫ সালের ২৮শে আগস্ট, ২০১৬-র অফিস আদেশ অনুসারে ধারণাগতভাবে নিয়মিত করা হয়েছে এবং ৩১শে জুলাই, ২০১৮-এর মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে, তিনি গ্র্যাচুইটির অধিকারী হতে পারতেন না কারণ তিনি উক্ত আইনের অধীনে প্রদত্ত ৫ বছরের জন্য অবিচ্ছিন্ন পরিষেবা সম্পন্ন করেননি। তবে, আপীল কর্তৃপক্ষ দ্বারা ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩-এর একটি আদেশ দ্বারা আপীলের আপিল খারিজ করা হয়েছিল।

১১। ব্যথিত হয়ে বর্তমান রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে।

১২। আবেদনকারীর প্রতিনিধিত্বকারী বিদ্বান আইনজীবী মিঃ বর্মণ ২০১৬ সালের ১১ই মে আই. এ নং ১ ও ২-এর প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত একটি রায়ের উপর নির্ভর করে বলেন যে, আবেদনকারীর জারি করা নির্দেশের কথা বিবেচনা করে সুপ্রিম কোর্ট ১ * জুন, ২০০৯ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত পূর্বোক্ত শ্রমিকদের মজুরি প্রদান সীমিত করেছে। সম্মানিত সর্বচ্য আদালত অন্য কোনও সময়ের জন্য মজুরি ফেরত দেয়নি।

১৩। উপরোক্ত বিষয়টিকে বিবেচনা করে, যেহেতু উত্তরদাতা নং. ৪-এর অন্তর্ভুক্তি ২৮শে আগস্ট, ২০১৫ তারিখের অফিস আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল, যেখানে স্পষ্টভাবে বলা ছিল যে, আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হবে পদে যোগদানের তারিখ থেকে এবং নিয়োগটি ধারণাগতভাবে ৯ই জুন, ১৯৯৯ থেকে কার্যকর হবে, তাই উত্তরদাতা নং. ৪ উক্ত নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে কাজ করেছেন, তিনি গ্র্যাচুইটি প্রদানের অধিকারী নন, যে সময়ের জন্য তিনি প্রকৃতপক্ষে শোষণের পরে কাজ করেছিলেন।

১৪। এটি এখনও বলা হয় যে উত্তরদাতা নং ৪ ১৭ই মে, ২০১৬ তারিখে এই পদে যোগদান করেছেন এবং ৩১শে জুলাই, ২০১৮ তারিখে চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন, কোনও কল্পনার অধীনে গ্র্যাচুইটি প্রদানের অধিকারী হতে পারবেন না কারণ উত্তরদাতা নং ৪ ৫ বছরের জন্য ধারাবাহিকভাবে কাজ করেননি।

১৫। এটি বলা হয়েছে যে, যেহেতু আবেদনকারীকে ধারণাগতভাবে সহায়ক পদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, ৯ই জুন, ১৯৯৯ থেকে, পদে যোগদানের তারিখ থেকে প্রদেয় প্রকৃত আর্থিক সুবিধা সহ, আবেদনকারী যে সময়ের জন্য তাকে ধারণাগত সুবিধা দেওয়া হয়েছে তার জন্য গ্র্যাচুইটির অধিকারী হতে পারে না। **রিলায়েন্সকে হরিয়ানা রাজ্য ও অন্যান্য বনাম ও. পি. গুপ্ত ইত্যাদির ক্ষেত্রে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত একটি রায়ের উপর রাখা হয়েছে, যা (১৯৯৬) ৭ এস. সি. সি ৫৩৩-এ রিপোর্ট করা হয়েছে,** যেমন পালুরু **রামকৃষ্ণাইয়া এবং অন্যান্য বনাম ভারত ইউনিয়ন ও এ. এন. আর.-এর ক্ষেত্রেও রিপোর্ট করা হয়েছে (১৯৮৯) ২ এস. সি. সি ৫৪১।**

১৬. নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ বা আপিল কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত দিকটি যথাযথ দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করেনি। তাই নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ এবং আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশগুলি বহাল রাখা যায় না। উপরোক্ত উভয় আদেশই বাতিল করে দেওয়া উচিত।

১৭। বিপরীতে, উত্তরদাতা নম্বর ৪-এর প্রতিনিধিত্বকারী বিদ্বান আইনজীবী শ্রী অজিত কুমার মিশ্র বলেন যে, সুপ্রিম কোর্ট ২০১৪ সালের ৯ই ডিসেম্বরের রায় ও আদেশের মাধ্যমে ট্রাইবুনেলের আদেশ অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখ থেকে রায়টি বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছিল। ১৯৯৯ সালের ৯ই জুন ট্রাইবুনেল কর্তৃক গৃহীত রায়টি উল্লেখ করে, এটি জমা দেওয়া হয় যে, প্রত্যর্থী নম্বর ৪-কে রায় কার্যকর করার তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আবেদনকারী যদি নির্দেশ সত্ত্বেও উত্তরদাতা নম্বর ৪-কে গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তবে উত্তরদাতা নং. ৪-কে এর জন্য কষ্ট দেওয়া যাবে না।

১৮। ৩১শে মে, ২০১৬ তারিখের অফিস আদেশের প্রতি এই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মাধ্যমে, এটি আরও বলা হয় যে, উক্ত অফিসের আদেশে চাকরিতে বিরতির বিধান নেই। এর মধ্যে কেবল এই বিধান রয়েছে যে, উত্তরদাতা নং ৪-কে ৯ই জুন, ১৯৯৯ থেকে চাকরিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং পুরস্কার বাস্তবায়নের ফলে উদ্ভূত আর্থিক সুবিধাগুলি কেবলমাত্র যোগদানের তারিখ থেকে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের দেওয়া হবে। আবেদনকারীর ক্ষেত্রে এটি নয় যে, উত্তরদাতা নং ৪ -এর সাথে কাজ করেননি। আবেদনকারী ৩১শে মে, ২০১৬ তারিখের অফিস আদেশের আগে।

১৯। উপরোক্ত বিষয়টিকে বিবেচনা করে, এটি বলা হয় যে আবেদনকারীর প্রথমে উত্তরদাতা নং ৪-এর পক্ষে গ্র্যাচুইটি প্রদান অস্বীকার করা উচিত ছিল না। যেহেতু, গ্র্যাচুইটি অস্বীকার করা হয়েছিল, তাই উত্তরদাতা নং ৪ নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের কাছে যেতে বাধ্য হয়েছিল। উত্তরদাতা নং ৪-কে প্রদেয় গ্র্যাচুইটি নির্ধারণে নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনও অনিয়ম নেই, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে উত্তরদাতা নং ৪ আবেদনকারীর সাথে ৯ই জুন, ১৯৯৯ থেকে কোনও বিরতি ছাড়াই কাজ করেছিলেন এবং স্বীকারযোগ্যভাবে ৩১শে জুলাই, ২০১৮-এ অবসর গ্রহণ করেছিলেন। আপিল কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত আদেশটিও নিশ্চিত করেছে।

২০। এটি বলা হয় যে বর্তমান রিট পিটিশনটি আর কোনও বিবেচনার যোগ্য নয় এবং খরচ সহ খারিজ করা উচিত।

২১। সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির পক্ষে উপস্থিত আইনজীবীদের কথা শুনেছেন এবং নথিতে থাকা উপাদানগুলি বিবেচনা করেছেন।

২২। স্বীকার করতেই হবে যে, এই ক্ষেত্রে, আমি দেখতে পাচ্ছি যে ৯ জুন, ১৯৯৯ তারিখের রায়ের আগে, একদিকে আবেদনকারী এবং অন্যদিকে ৪৯ জন শ্রমিকের মধ্যে এক ধরণের কর্মচারী নিয়োগকর্তার সম্পর্ক ছিল। যেহেতু, উপরোক্ত ৪৯ জন শ্রমিকের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে একটি বিরোধ উত্থাপিত হয়েছিল, তাই কেন্দ্রীয় সরকার ১৮ জুলাই, ১৯৯৬ তারিখের আদেশের মাধ্যমে, উল্লেখিত বিষয়গুলির বিচারের জন্য এটি কেন্দ্রীয় সরকার শিল্প ট্রাইব্যুনাল, আসানসোলে প্রেরণ করে। বিতর্কিত শুনানির পর, বিজ্ঞ কেন্দ্রীয় সরকার শিল্প ট্রাইব্যুনাল, ৯ জুন, ১৯৯৯ তারিখের একটি রায়ের মাধ্যমে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, এফ.সি.আই.-এর ব্যবস্থাপনার তালিকা অনুসারে ৪৯ জন শ্রমিককে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য দুর্গাপুর ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের দাবি ন্যায্য বলে মনে করে এবং ফলস্বরূপ, সংশ্লিষ্ট কার্যকারণ কর্মীদের উক্ত রায় কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে ব্যবস্থাপনা কর্তৃক অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেয়।

২৩। যদি তাই হয়, তবে ২০১৪ সালের ৯ই ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট ২০১৪ সালের উক্ত পুরস্কারের প্রয়োগযোগ্যতা দেওয়ানি আপিলে প্রদত্ত একটি রায় ও আদেশের মাধ্যমে উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জটি শেষ পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছিল, যার মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্ট আবেদনকারীকে ট্রাইবুনেলের আদেশ অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখ থেকে রায়টি বাস্তবায়িত করার নির্দেশ দিয়েছিল। ঘটনাচক্রে, আবেদনকারী ২৮শে আগস্ট, ২০১৫ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে ১৯৯৯ সালের ৯ই জুন থেকে আর্থিক সুবিধা সহ উত্তরদাতা নং ৪-কে ধারণাগতভাবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন পদে যোগদানের তারিখ থেকে।

২৪। যদিও, আবেদনকারীর প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী বর্মন যুক্তি দেন যে বিবাদী নং ৪ গ্র্যাচুইটি প্রদানের অধিকারী নন কারণ তিনি ১৭ই মে, ২০১৬ তারিখে পদে যোগদান করেছিলেন এবং ৩১শে জুলাই, ২০১৮ তারিখে অবসর গ্রহণ করেছিলেন, তাই, ৫ বছর ধরে একটানা চাকরি না করার কারণে, তিনি গ্র্যাচুইটি পাওয়ার অধিকারী নন, আমি ভয় পাচ্ছি এবং এই ধরনের যুক্তি গ্রহণ করতে অক্ষম।

৯ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের জারি করা নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে, ২৮ আগস্ট, ২০১৫ তারিখের চিঠিতে ৯ জুন, ১৯৯৯ তারিখ থেকে কোনও চাকরি বিরতি ছাড়াই কার্যকরভাবে প্রত্যাহারের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। ২৮ আগস্ট, ২০১৫ তারিখের চিঠিটি, বিবাদী নং ৪ কে গ্র্যাচুইটি প্রদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেনি। ১ জুন, ২০০৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১০ সময়কালের জন্য মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের জারি করা নির্দেশের ক্ষেত্রে, আমার মনে হয় যে এটি আবেদনকারীর গ্র্যাচুইটি প্রদানের অধিকারী হওয়ার মূল অধিকারে হস্তক্ষেপ করে না। উপরোক্ত আদেশটি বিচ্ছিন্নভাবে পাঠ করা যাবে না যাতে গ্র্যাচুইটি প্রদানের আকারে আইনগত সুবিধা অস্বীকার করা যায়। উক্ত আইনের ধারা ২ক-এ বর্ণিত ধারাবাহিক চাকরির সংজ্ঞা বিবেচনা করে, আমার মতে, বিবাদী নং ৪-কে গ্র্যাচুইটি প্রদান থেকে বঞ্চিত করা সম্ভব ছিল না, কারণ তিনি দাবি করেছিলেন যে তিনি কেবল ১৭ই মে, ২০১৬ তারিখে চাকরিতে যোগদান করেছিলেন। অবশ্যই, আবেদনকারীর ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয় যে বিবাদী নং ৪-এর চাকরিতে বিরতি ছিল, যা ৯ই জুন, ১৯৯৯ তারিখের ট্রাইব্যুনালের রায় বাস্তবায়নের জন্য অফিস আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে। মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট ৯ই ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখের রায় এবং আদেশের মাধ্যমে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ অনুসারে নির্ধারিত তারিখ থেকে এই রায় বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ২৮শে আগস্ট, ২০১৫ তারিখের অফার লেটার বিবাদী নং ৪-এর অতীত চাকরিতেও হস্তক্ষেপ করে না। অতএব, আবেদনকারীকে এই যুক্তি দেওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে না যে, যেহেতু বিবাদী নং ৪ ২০১৬ সালের কোনও এক সময়ে নিয়োগ লাভ করেছিলেন, তাই তিনি ৫ বছর ধরে একটানা চাকরিতে ছিলেন না, কারণ তিনি ৩১শে জুলাই, ২০১৮ তারিখে অবসর গ্রহণ করেছিলেন।

২৫। আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আপিল কর্তৃপক্ষ তার ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখের আদেশের মাধ্যমে উপলব্ধ উপকরণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, প্রত্যর্থী নং ৪ ১৯৯৯ সালের ৯ই জুন চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। **পালুরু রামকৃষ্ণাইয়া (উপরে)-র** ক্ষেত্রে আবেদনকারীর দ্বারা নির্ভর করা রায়টি ধারণাগত পদোন্নতির ক্ষেত্রে মজুরি প্রদানের সাথে সম্পর্কিত। মামলার তথ্যে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে, এই ধরনের ব্যক্তিরা যে সময়ের জন্য কোনও উচ্চতর পদের জন্য দায়িত্ব পালন করেননি সেই সময়কালে কোনও বেতন ও ভাতার অধিকারী হবেন না। যখন তাদের জ্যেষ্ঠতা ধারণাগতভাবে নির্ধারিত হয়। উপরোক্ত রায়টি অবসর প্রদানের সাথে সম্পর্কিত নয়। **হরিয়ানা ও অন্যান্য রাজ্যের (উপরে উল্লিখিত)** ক্ষেত্রে, ৭ নং অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

> "৭, *পালুরের এই আদালত। রামকৃষ্ণাইয়া বনাম ভারত ইউনিয়ন হাইকোর্টের জারি করা নির্দেশ বিবেচনা করে এবং বহাল রাখে যে "কোনও কাজের জন্য কোনও বেতন" থাকতে হবে না, অর্থাৎ, কোনও ব্যক্তি যে সময়ের জন্য উচ্চতর পদের দায়িত্ব পালন করেননি সেই সময়কালে কোনও বেতন ও ভাতা পাওয়ার অধিকারী হবেন না, যদিও যথাযথ বিবেচনার পরে, তাকে গ্রেডেশন তালিকায় যথাযথ স্থান দেওয়া হয়েছিল কারণ তার জুনিয়রকে পদোন্নতির তারিখ থেকে উচ্চতর পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হয়েছিল। তিনি কেবল বিবেচিত তারিখ থেকে পূর্ববর্তীভাবে বেতনের স্কেল বাড়ানোর অধিকারী হবেন তবে* বেতনের বকেয়া পরিশোধের অধিকারী।

একই অনুপাত বীরেন্দ্র কুমার, জি. এম., এন. রিয়া বনাম অবিনাশ চন্দ্র চাড্ডা " এ পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল।

২৬. উপরোক্ত বিষয়গুলি থেকে যেমন প্রতীয়মান হয় যে, উপরোক্ত রায়গুলি বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছিল, যা ইরেট্যুইটি প্রদান সম্পর্কিত নয়। একই সঙ্গে উক্ত আইনের ২এ ধারার বিধানগুলি নিয়েও আলোচনা করা হয়নি। উপরের আলোচনার আলোকে, নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ বা আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ফলাফলগুলি বিকৃত বলে বলা যাবে না।

২৭. এই বিষয়টি বিবেচনা করে, আমি মনে করি যে আবেদনকারীর দ্বারা উত্থাপিত আপত্তি স্থায়ী হতে পারে না। নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ এবং আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশগুলি হস্তক্ষেপের আহ্বান জানায় না। আবেদনকারী নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ বা আপিল কর্তৃপক্ষ দ্বারা সংঘটিত কোনও এখতিয়ারগত ত্রুটিও সনাক্ত করতে সক্ষম হননি। রিট পিটিশনটি ব্যর্থ হয় এবং সেই অনুযায়ী খারিজ করা হয়।

২৮। তবে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

২৯। এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর পক্ষগুলিকে প্রদান করতে হবে।

(বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী,)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly